যায়যায়দিন

তারিখ 1 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

উপমহাদেশের কৃষি শিক্ষার সূতিকাগার শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার পথিকৃৎ

কৃষি শিক্ষার প্রধান ভোক্তা কৃষকরা হলেও আমাদের উপমহাদেশে প্রথম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজনে। অশ্বারোহী বাহিনীর অশ্বের অর্থাৎ ঘোড়ার চিকিৎসা ও নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ১৮৮৮ সালে কলকাতার বেলগাছিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ছাত্ররা এখানে ভর্তি হতো। চাকরির নিশ্চয়তা থাকায় সাধারণত এখানে প্রভাবশালী মহলের পরিচিতরাই ভর্তির সুযোগ পেতো। বৃটিশ আমলের শেষ দিকে এখান থেকে জিভিএমসি ডিগ্রির প্রচলন হয়।

উপমহাদেশে কৃষি বিজ্ঞানের মূল বিষয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চারও সূচনা ঘটেছিল রক্সবার্গ ও কেরি নামক দুজন উদ্ভিদ প্রেমিক বৃটিশ নাগরিকের হাত ধরে। ১৭৮৭ সালে কলকাতার কাছে শিবপুরে একটি উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন নামে পরিচিতি পায়। ১৭৯৩ সালে এ উদ্যানে অধিকর্তা হয়ে আসেন রক্সবার্গ নামের এক উদ্ভিদ প্রেমিক। ঠিক এ বছরই শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রি হয়ে আসেন আরেক উদ্ভিদ পাগল রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরি। কেরির অনুপ্রেরণায় রক্সবার্গ সাহেব তিন হাজার ৫০০ উদ্ভিদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন যা ১৮১৪ সালে হটার্স বেঙ্গালেনসিস পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। কেরির উদ্যোগে ১৮২০ সালে ইনডিয়ান কৃষি ও উদ্যান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানেই পরবর্তীকালে স্কুল ফর গার্ডেনার্স নামে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এটিকে কৃষি ও উদ্যান সমিতির স্কুলও বলা হতো যা মূলত ইনডিয়ার উদ্ভিদ-কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ফার্ম থেকে ফার্মগেট

লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে প্রদেশের কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করে কৃষকদের জমি চাষাবাদ পদ্ধতির সংস্কার-গবেষণা খামারের সঙ্গে যুক্ত করে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা নীতির আলোকে বাংলার সরকারও প্রকল্প গ্রহণ করে এবং এ উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ খাস জমি প্রদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। এ উদ্যোগের আওতায় ঢাকায় তেজগাওয়ের মণিপুরে ৩৫০ একর জমির ওপর ইস্টার্ন অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় যা মণিপুর ফার্ম নামে পরিচিত হয়। বৃহদাকার এ ফার্মের প্রবেশদ্বারের স্থানটিই বর্তমান ফার্মগেট নামে পরিচিত।

কৃষি কলেজের যাত্রা

১৯০৯ সালে মিন্টো মর্লির ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট বলে দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ কে ফজলুল হক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কৃষক দরদি এ নেতা ঢাকায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব বিধানসভার মাধ্যমে ১৯১৯ সালে তৎকালীন সরকারের কাছে পেশ করেন। সরকার কর্তৃক এ প্রস্তাবটি গৃহীত হলেও ১৯০৪ সালের ইউনিভার্সিটি ল ও ১৯১৯ সালের কলকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন রিপোর্টের বলে কলকাতা ইউনিভার্সিটি এ উদ্যোগে বাধা হয়ে দাড়ায়।

১৯২৬ সালে লর্ড লিনথিনগোর নেতৃত্বে গঠিত রাজকীয় কৃষি কমিশন মণিপুরী ফার্মকে ঘিরে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের বলে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্ট জয়ী হয় এবং শেরে বাংলা মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকায় কৃষি কলেজ স্থাপন করার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রস্তাবিত কলেজটি পূর্বাঞ্চলীয় গবেষণা কেন্দ্রের উত্তর সীমানায় ২৫০ একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটে কলেজটির জন্য দেড় লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। নির্মাণ কাজ শুরুর আগে ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এ অঞ্চলের কৃষকদের বহুদিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেন।

১৯৩৮ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের হাতে স্থাপিত মার্বেল পাথরের [illegible] (৩০) ও নারী (২৪)। তাদের [illegible] (১৬) ও নারী (২৫)। [illegible] নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ইন্সটিটিউট (বিএআই) থেকে শেরে বাংলা কৃষি ইউনিভার্সিটি যাত্রা শুরু হয়।

বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে ইউনিভার্সিটিটি ঢাকার প্রাণকেন্দ্র সংসদ ভবনের উত্তর পাশে ৮৬.০১ একর জমিতে তার শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী রয়েছে এক হাজার ৫৮৯ জন। শিক্ষক ১২৮ জন, কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫১৫ জন। কৃষি অনুষদে রয়েছে ১৫টি বিভাগ ও অ্যাগ্রি বিজনেস অনুষদে রয়েছে পাচটি বিভাগ। জমি স্বল্পতার কারণে ক্যাম্পাসটির গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান অনুষদ

বর্তমানে নবীন এ ইউনিভার্সিটিতে দুটি অনুষদ চালু রয়েছে। অনুষদ দুটি হলো : অ্যাগ্রিকালচার ও অ্যাগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। এছাড়াও অ্যানিমাল সায়েন্স ও ফিশারিজ নামে দুটি অনুষদ চালু করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ইউনিভার্সিটিতে বর্তমানে দেড় বছর [illegible] হচ্ছে। কোর্স কারিকুলাম পদ্ধতির ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ব্যাচটি চার বছরেই অনার্স কোর্স কমপ্লিট করেছে। এখানে স্নাতক পর্যায়ে চার বছরে আটটি সেমিস্টারে শিক্ষার্থীর মান নির্ণয় করা হয়। ইউনিভার্সিটি হিসেবে যাত্রা শুরুর পর প্রতিষ্ঠানটি বিগত ছয় বছরে অনির্ধারিত বন্ধ ছিল কম। তাই এ প্রতিষ্ঠানে কোনো শিক্ষা জট নেই।

আবাসিক হল ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য বর্তমানে চারটি হল রয়েছে। হলগুলো হলো শেরে বাংলা হল, সিরাজউদ্দৌলা হল, কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল। উচ্চতর কৃষি শিক্ষায় মেয়েদের আগ্রহ বাড়ায় মেয়েদের জন্য আরেকটি হল নির্মাণের চিন্তা রয়েছে ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের।

ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি

শেরে বাংলা কৃষি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে ৩৫ [illegible]

ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

যান ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থীদের জন্য এ ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে তিনটি বাস ও তিনটি মাইক্রো বাস। ঢাকা শহরের দুটি রুটে শিক্ষার্থীরা এ বাসে যাতায়াত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের চলাচলের সুবিধার জন্য আরো বাস দেয়ার পরিকল্পনা প্রশাসনের রয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার আগেই এ প্রতিষ্ঠানে চালু ছিল ডজনখানেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে শেকৃবি ডিবেটিং সোসাইটি, শেকৃবি রোভার স্কাউট, নাট্য সংগঠন কিষাণ থিয়েটার, সাহিত্য সংগঠন অতন্দ্রিলা ও নীলিমা, লিও ক্লাব, বিজ্ঞান সংগঠন শেকৃবি সায়েন্স ক্লাব, এবিট ফোরাম, সাংস্কৃতিক সংগঠন সপ্তক ও অতন্দ্রিলা।

ইউনিভার্সিটি হওয়ার পর বিভিন্ন দৈনিকে কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে [illegible]